

Notes on

পশ্চিমবঙ্গের নদনদী



নদী হল সভ্যতাজুড়ে মানব বসতি স্থাপনের জন্য মৌলিক উপাদান। এগুলি সেচ, নেভিগেশন এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। নদীগুলি ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে কৃষি তার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবিকানির্বাহের প্রাথমিক উৎস, উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। পশ্চিমবঙ্গকে অনেক নদীর দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। গাঙ্গেয় এই রাজ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে হিমালয়ের পাশাপাশি সমুদ্র উপকূলরেখার উপস্থিতি দেখা যায়, যা উর্বর বর্ষাঋতু অঞ্চলের সাথে বিস্তৃত টপোগ্রাফিক বৈচিত্র্য এবং জটিল নদনদী নেটওয়ার্ক সরবরাহ করে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদী

পশ্চিমবঙ্গে হ্রদ এবং জলপ্রপাতের পাশাপাশি সারা বছর জল ধারণকারী এবং সারা বছর জল না ধারণকারী প্রবাহ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলিকে বিস্তৃতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে নিম্নলিখিতভাবে:

- উত্তরবঙ্গের নদী: মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, কালজানি ও রায়ডাক।
- গঙ্গা ও তার উপনদীগুলি।
- পশ্চিম মালভূমি অঞ্চলের নদী: রূপনারায়ণ, কংসাবাতি, ময়ূরাস্কী, অজয়
- দক্ষিণের নদী (বা সুন্দরবন অঞ্চল): দক্ষিণ বঙ্গকে আরও দুটি ভৌগোলিক ইউনিটে বিভক্ত করা যেতে পারে যা ভাগীরথী-হুগলী নদীকে সীমানা রেখা হিসাবে গ্রহণ করে।

এখন আমরা এদের বিস্তারিত আলোচনা করব:

উত্তরবঙ্গের নদী

- উত্তরবঙ্গকে দুটি ফিজিওগ্রাফিক ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে: পাহাড় ও সমভূমি। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা (চরম উত্তর-পূর্ব অংশ) পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
- পর্বতমালার গভীর I বা V-আকৃতির উপত্যকা এবং সমভূমিতে বিস্তৃত-উন্মুক্ত উপত্যকাগুলি সেখানে উপস্থিত পূর্ববর্তী নদীগুলির দ্বারা গঠিত হয়।
- এখানকার নদীগুলি সারা বছর ধরে জল দেয় এবং গ্রীষ্মের মাসগুলিতে বরফ-গলিত জল দ্বারা পুষ্ট।
- একটি জটিল নেটওয়ার্ক উত্তর বঙ্গকে প্রবল নদীগুলির নিষ্কাশন করে যা বিশাল পলির বোঝা বহন করে।
- উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলি হল মহানন্দা, তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, কালজানি ও রায়ডাক। এগুলি ওভারল্যাপিং ডিপোজিশনাল লোবগুলি মাল্টি-ডেটেড পলি স্তরগুলির প্রতিনিধিত্ব করে বলে জানা যায়।
- তিস্তা সিকিম ও উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী।

ক) তিস্তা

এটি পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। এই নদীটি হিমালয়ের জেমু হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এর উপরের দিকে সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথ তৈরি করে। নদীটি পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মধ্যে সীমানা গঠন করে। এটি সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের চিলমারীর কাছে যমুনা বা ব্রহ্মপুত্র নদীতে পতিত হয়। তিস্তা নদীর পশ্চিম অংশ তরাই নামে পরিচিত।

দ্রষ্টব্য: এই নদীতে ব্যাপক বন্যা হয়, সেই কারণেই ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যাইহোক, উত্তরবঙ্গের সমস্ত প্রবাহ বোল্ডার, নুড়ি এবং বালি দিয়ে ভরাট হয়ে যায় এবং বর্ষার মাসগুলিতে তাদের গতিপথ পরিবর্তন হয়।

তিস্তার উপনদীগুলি: রঙ্গিত, জলঢাকা, কালিঝোরা, লিশ, গিশ, চল নালা এবং করোলা।

b. জলঢাকা নদী

- এই নদীটি সিকিম হিমালয়ে অবস্থিত বিদাং হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয় এবং জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয় এবং বাংলাদেশের যমুনা নদীতে পড়ে। এটি তরাই-দুয়ার অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নদী।
- জলঢাকা গোরুমাড়া জাতীয় উদ্যানের ঠিক পাশ দিয়েই প্রবাহিত হয়।
- জলঢাকা নদীর উপনদী: দাইনা, বিরুকোলা, বিন্দুখোলা এবং নাকুলখোলা।

C. তোর্সা নদী

- এই নদীটি তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা থেকে উৎপন্ন হয় এবং ভুটানে প্রবাহিত হয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলায় ভারতে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশের যমুনা নদীতে পড়ে। এর দুটি শাখা রয়েছে, যেমন চিলি তোর্সা এবং চার তোর্সা।
- তোর্সা নদীর উপনদীগুলি হল মালেকি, বেলা এবং সুঞ্জয়।

d. কালজানি নদী

- এই নদীটি হিমালয়ের পাদদেশে ভুটানে উৎপন্ন হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় এবং তোর্সা নদীর সঙ্গমের পর ব্রহ্মপুত্র নদীতে পতিত হয়।
- কালজানি নদীর উপনদীগুলি হল: গদাধর, চেকো এবং নেনাই এর কয়েকটি উপনদী।

ঙ. রায়ডাক নদী

- ভুটানের আকুংচু শৃঙ্গ থেকে এই নদীর উৎপত্তি। এটি পশ্চিমবঙ্গের ভুটান, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের যমুনা নদীতে পড়ে।
- রায়ডাক নদীর উপনদীগুলি হল: দীপা রায়ডাক নদীর উপনদী।

2. গঙ্গা এবং তার উপনদীগুলি

- গঙ্গা নদী গোমুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যা উত্তরাখণ্ডের হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গলনশীল স্থান এবং নিম্নবর্তী হয়ে উত্তর সমভূমির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করে। এটি পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম নদী।
- মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলাইন এর কাছে গঙ্গা দু'টি শাখায় ভাগ হয়ে যায়। এর একটি শাখা পদ্মা হিসেবে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়।
- অন্য শাখাটি মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলি হয়ে বাঁক নেয় ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশে যায় , এটি ভাগীরথী নামে পরিচিত, এবং হুগলি থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এটি হুগলি নদী নামে পরিচিত।
- পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার উত্তরাঞ্চল বারিন্দ নামে পরিচিত।

ভাগীরথী-হুগলি নদী

- তিলডাঙ্গায় একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে থেকে এর মূলশ্রোতটি পশ্চিমবাংলার জাগ্গিপুর ব্যারেজে অবস্থিত, যা ফারাক্কা ব্যারেজের ইউনিট ভাগীরথী-হুগলিতে পরিণত হয়।
- প্রধান উপনদীগুলি হল ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দারকেশ্বর, শিলাই এবং কাঁসাই।
- এই সমস্ত নদীগুলি ছোটনাগপুর এবং সংলগ্ন রাঢ় উপভূমি থেকে উৎপন্ন হয় এবং পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভাগীরথীতে প্রবাহিত হয়।
- ভাগীরথী এবং এই অঞ্চলগুলির সমস্ত উল্লেখযোগ্য উপনদীগুলির উপরের অংশগুলি আঞ্চলিকভাবে তির্যক এবং লাল মাটি দিয়ে আচ্ছাদিত।
- ক্রমবর্ধমান পলির বোঝা নদীগুলির ক্ষয়ের প্রাথমিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা এখন বালি এবং পলি দিয়ে রুদ্ধ।

বিঃদ্রঃ অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে, হুগলী পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং হুগলী, হাওড়া ও পশ্চিমবঙ্গের দুই 24 পরগণা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এটি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

3. দক্ষিণবঙ্গের নদী

- দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলি জোয়ারের জলে পুষ্ট, এবং এই অঞ্চলটি প্রধানত একটি বদ্বীপ অঞ্চল। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ নদীই হুগলি নদীর শাখানদী। দক্ষিণের কয়েকটি প্রধান নদী হল ইছামতী, রায়মঙ্গল, সপ্তমুখী, মাল্টা, গোসাবা, হরিয়াভাঙ্গা, ঠাকুরন ইত্যাদি।
- গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ, যা সুন্দরবন ব-দ্বীপ বা বেঙ্গল ডেল্টা বা গঙ্গা ব-দ্বীপ নামেও পরিচিত, এশিয়ায় অবস্থিত যেখানে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়। এটি বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ।
- এই ব-দ্বীপের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অংশ বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাকি অংশ পশ্চিমবঙ্গে।
- গঙ্গা ব-দ্বীপ হল তিনটি বড় নদীর প্লাবনভূমি- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা।
- ব-দ্বীপ অঞ্চলটি বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর গুলির মধ্যে একটি।
- দ্রষ্টব্য: ভারতের কলকাতা ও হলদিয়া এবং বাংলাদেশের মোংলা ও চট্টগ্রাম এই ব-দ্বীপের প্রধান সমুদ্রবন্দর।

4. পশ্চিম মালভূমির নদী

- পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের কিছু প্রধান নদী হল অজয়, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, রূপনারায়ণ, হলদি এবং সুবর্ণরেখা।
- এই নদীগুলি পশ্চিমে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে উৎথিত হয় এবং ভাগীরথী-হুগলি নদীর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।
- এই নদীগুলি বৃষ্টি নির্ভর নদী কারণ সাধারণত বর্ষাকালে জল থাকে।
- পশ্চিম মালভূমির প্রধান নদীগুলি হল হলদি এবং সুবর্ণরেখা নদী।

পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি বিশিষ্ট নদী

ময়ূরাক্ষী নদী

- এই নদীটি ছোটনাগপুর মালভূমির ত্রিকুটা পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি বীরভূম জেলায় পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে।
- এই নদীটি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কালনা শহরে ভাগীরথী নদীতে পড়েছে।
- এর প্রধান উপনদীগুলি হল বক্রেশ্বর এবং দ্বারকা। এই নদীর উপর নির্মিত তিলপাড় ব্যারেজ।

দামোদর নদী

- এই নদীটি বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির খামারপথ পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং পশ্চিম বাংলার উলবেরিয়া শহরে ভাগীরথী-পিওগলি নদীতে পড়েছে। এই নদীটি পশ্চিমবঙ্গের দুগুখ নামেও পরিচিত কারণ এটি বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অনেক অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত করে।
- এটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী।
- দামোদর ভ্যালি প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- এর উপনদীগুলি হল বরাকর, কোনার, বোকারো এবং আইয়ার।

রূপনারায়ণ নদী

- এই নদীটি ছোটনাগপুর মালভূমির পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং পশ্চিমবাংলার গৌঁওখালি শহরে হুগলী নদীতে পড়ে।
- এই নদীটি বাঁকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদী নামে পরিচিত।
- মুন্ডেশ্বরী এই নদীর প্রধান উপনদী।

হলদি নদী

- এই নদীটি কংসাবতী ও কেল্লাঘাই নদীর যৌথ প্রবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।

- কংসাবতী নদীটি ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয় এবং পুরুলিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কলেঘাই পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কংসাবতীতে যোগ দেয়; এই সম্মিলিত নদীকে হলদিরিভার বলা হয়।

সুবর্ণরেখা নদী

- এই নদীটি ছোটনাগপুর মালভূমির রাণেহি জেলা থেকে উৎপন্ন হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তারপরে এটি ওড়িশায় প্রবেশ করে। এই নদী বঙ্গোপসাগরের মধ্যে পড়ে। খারকাই, সাঁখো, সাপুলিনালা, রূপাই এবং ডুলুং এর কয়েকটি উপনদী।

হ্রদ ও জলাভূমি

আমরা একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট হিসাবে হ্রদের গুরুত্ব জানি, এছাড়াও এদের সাথে যুক্ত কিছু পরিবেশগত সুবিধার জন্য এগুলি পরিচিত। এরা আশেপাশের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে, জলজ বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখে, একটি জায়গায় নান্দনিক মান যোগ করে এবং তাই পর্যটন বিকাশে এবং বিনোদন প্রদানে সহায়তা করে। কিছু অন্যান্য সুবিধা নিম্নরূপ:

- হ্রদগুলি একটি নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে
- হ্রদগুলি ভারী বৃষ্টিপাতের সময় বন্যা প্রতিরোধ করে এবং শুষ্ক গ্রীষ্মের সময় যৌথ প্রবাহ বজায় রাখে।
- হ্রদগুলি জলবিদ্যুৎ তৈরির জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন কোণে অবস্থিত অনেক গুলি হ্রদ রয়েছে, যা এটিকে একটি অপরিহার্য পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেছে। কিছু বিখ্যাত হ্রদের মধ্যে রয়েছে:

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি

- 19 আগস্ট 2002 সালে রামসার কনভেনশনের অধীনে "আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জলাভূমি" হিসাবে মনোনীত।
- এই জলাভূমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা (কলকাতা) শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রাকৃতিক এবং মানব-সৃষ্ট জলাভূমিগুলির একটি সমষ্টি।
- জলাভূমিগুলি কলকাতার নিকাশী এবং মাছের খামার এবং কৃষিকে বজায় রাখার জন্য বর্জ্য জলের মধ্যে থাকা পুষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়।
- জলাভূমিগুলির মধ্যে রয়েছে লবণের জলাভূমি এবং লবণের ভূগভূমি, সেইসাথে নিকাশী খামার এবং বসতি স্থাপনকারী পুকুর।
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (EKW) এর মতো নিকাশী জলজ চাষভিত্তিক কৃত্রিম জলাভূমি, সম্ভাব্য কার্বন সিঙ্ক এবং স্পিন-অফের একটি উদাহরণ।

রবীন্দ্র সরোবর লেক

- পূর্বে ঢাকুরিয়া হ্রদ হিসাবে পরিচিত, এটি দক্ষিণ কলকাতার একটি কৃত্রিম হ্রদ। এটি 1958 সালের মে মাসে একটি জলাভূমি এলাকা খননের মাধ্যমে তৈরি করা হয় এবং প্রখ্যাত বাঙালি লেখক ও নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামানুসারে নামকরণ করা হয়।
- এটি একটি 50-হেক্টর এলাকা দ্বারা বেষ্টিত যা কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট দ্বারা পার্ক, বাগান এবং বিস্তৃত বৃক্ষরোপণের সাথে উন্নত করা হয়েছে এবং এটি নিবিড় খেলাধুলা, বিনোদনমূলক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- বর্তমানে পর্যটকদের প্রবাহ এবং বসবাসের কারণে ক্রমবর্ধমান জল দূষণের কারণে হ্রদটি পরিবেশের অবনতির অধীনে রয়েছে।
- হ্রদটি সংরক্ষণের জন্য সম্প্রতি ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় হ্রদ সংরক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মিরিক হ্রদ

- দার্জিলিং জেলার কাশিয়াং সাব-ডিভিশনে অবস্থিত, এটি 1979 সালে মেচি নদীকে খাওয়ানো স্রোতের বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। একটি ঘন কনিফারস বন হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত, যখন উত্তর দিকের পাহাড়গুলি ব্যাপক ক্ষয় অনুভব করে।
- আশেপাশের সর্বোচ্চ পয়েন্ট হল বোকান মঠ।
- হ্রদটি শিলিগুড়ি শহর থেকে 52 কিমি (32 mi) উত্তর-পশ্চিমে এবং দার্জিলিং শহর থেকে 49 কিমি (30 mi) দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

জোরোপোখরি

- এটিকে একটি যমজ হ্রদ হিসাবে গণ্য করা হয় যার পরে হ্রদটি 'জোরোপোখরি' নামে নামকরণ করা হয়েছে। নেপালি ভাষায় জোর মানে দুটি এবং পোখরি মানে হ্রদ। দার্জিলিং শহর থেকে প্রায় 20 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম জোরো পোখরি।
- পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার জোর পোখরি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নামে একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে।
- অভয়ারণ্যটি হিমালয়ান স্যালামান্ডারের মতো কিছু উচ্চ-উচ্চতার প্রাণীর আবাসস্থল, যা স্থানীয়ভাবে 'গোরা' নামে পরিচিত। পাখির প্রজাতিও এখানে উল্লেখযোগ্য।

রসিকবিল জলাভূমি

- এটি তুফানগঞ্জ শহরের কাছে কোচবিহার জেলায় অবস্থিত। এটি 2004 সালে একটি জলাভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এটি অনেক ধরনের পাখির আবাসস্থল।
- এই হ্রদটি অনেক পাখির কাছে একটি দুর্দান্ত আকর্ষণ যা হ্রদের চারপাশের গাছগুলিতে বাসা তৈরি করে। বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এখানে দেখা যায় যেমন- লেসার হুইসলিং টিল, কমন টিল; সাদা চোখের পোচার্ড, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, বেলচালার, পিনটেল, উইজন হাঁস, গ্রে-হেডেড ল্যাপউইং, নর্দার্ন ল্যাপউইং, পাইড কিংফিশার, স্টোরক-বিলযুক্ত কিংফিশার, স্মল ব্লু কিংফিশার, লিটল করমোরান্ট, লার্জ করমোরান্ট, গাডওয়াল ইত্যাদি।
- লেকের পাশে একটি হরিণ পার্ক এবং একটি কুমির পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও, একটি চিতাবাঘের আবাসস্থল, একটি পাইথন হাউস, অ্যাভিয়ারি এবং একটি কচ্ছপ উদ্ধার কেন্দ্র রয়েছে।

সাঁতরাগাছি ঝিল

- এটি সাঁতরাগাছি রেলওয়ে স্টেশনের পাশে অবস্থিত একটি বড় হ্রদ। এই হ্রদটি শীতের মাসগুলিতে, বিশেষত ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী পাখিকে আকর্ষণ করে।
- সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ পরিযায়ী পাখিরা কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার হ্রদগুলির মতো গন্তব্যগুলি এড়াতে শুরু করেছে।
- জীবজন্তু: উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা সারস ক্রেন, গাডওয়াল, নর্দার্ন বেলচালার, নর্দার্ন পিনটেল, হিমালয়ের উত্তর দিক থেকে গার্গেনি এবং অন্যান্য অনেক স্থানীয় পরিযায়ী পাখি যেমন সুতির পিগমি হংস এবং নব-বিলযুক্ত হাঁস এই মৌসুমে এখানে দেখা যায়।
- কম শিসযুক্ত হাঁস এখানে দৃশ্যমান, যেটি সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রজাতি।

সেনচল হ্রদ

- দার্জিলিঙের দক্ষিণ-পূর্বে 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই হ্রদটি ভারতের দার্জিলিং শহরের জন্য পানীয় জলের প্রধান জলাধার।
- সেনচল একটি প্রিয় পিকনিক স্পট, এবং এই পাহাড়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ গঙ্গা কোর্সগুলির মধ্যে একটি রয়েছে।
- এই হ্রদটি দার্জিলিঙে জল সরবরাহের জন্য জলাধার হিসাবেও কাজ করে।

- সেনচলের একটি টুরিস্ট লজ আছে, যা পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করে। এই হ্রদটি সেনচল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের একটি অংশ।

ভাংজাং সালামান্ডার হ্রদ

- এটি দার্জিলিং জেলার কাশিয়াং মহকুমা থেকে 14 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি একটি সুন্দর সবুজ রঙের হ্রদ যা সালামান্ডারদের বিরলতম এবং সবচেয়ে বিপন্ন প্রজাতিকের আশ্রয় দেয়, যা বিলুপ্তির হুমকির মুখে রয়েছে।
- তালবেড়িয়া হ্রদ এই হ্রদটি পশ্চিমবঙ্গের বিলিমিলির উপকণ্ঠে অবস্থিত।
- এটি পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা থেকে প্রায় 85 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
- হ্রদটি বৃষ্টির জল একটি গ্ল্যাডে (একটি বনের মধ্যে একটি খোলা জায়গা) দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি বিখ্যাত পিকনিক স্পটও।

সাগরদিঘী হ্রদ

- এটি মুর্শিদাবাদের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এটি আয়তক্ষেত্রাকার হ্রদের চার পাশে প্রাচীন রাজকীয় ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি দ্বারা বেষ্টিত। প্রতি বছর সাগরদিঘির হ্রদে প্রচুর সংখ্যক পরিযায়ী পাখির সমাবেশ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি

জলাভূমিগুলি ম্যানগ্রোভ, হ্রদ, প্লাবনভূমি, বিল এবং প্লাবিত বনের মতো জলাভূমির অঞ্চল যা জলজ এবং স্থলজ জীবন উভয়ই ধারণ করে।

জাতীয় জলাভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচি জলাভূমিকে স্বীকৃতি দেয়। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা 'রামসার' ও জলাভূমিগুলিকে চিহ্নিত করে যা বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গে, ছয়টি জলাভূমি জাতীয় জলাভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচি এবং একটি রামসার সাইট আছে। এগুলি নিম্নরূপ:

আহিরানঝিল জলাভূমি

- এটি মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। ভাগীরথী থেকে উদ্ভূত জল একটি জলাভূমি তৈরি করতে এই অঞ্চলে জমা হয়। এটি 2004 সালে জলাভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
- পূর্ব কলকাতা জলাভূমি
- এটি কলকাতায় অবস্থিত এবং 125 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এটি আন্তর্জাতিক গুরুত্বের একটি জলাভূমি এবং 2002 সালে রামসার সাইট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

সাঁতরাগাছি জলাভূমি

- এটি 2005 সালে জলাভূমি হিসাবে পরিচিত হয় এবং হাওড়ায় অবস্থিত। হুগলি নদীর উদ্ভূত জল হ্রদটি তৈরি করেছিল যা এখন শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের জন্য একটি বিখ্যাত জায়গা।
- সুন্দরবন জলাভূমি
- ভারত সুন্দরবন জলাভূমিকে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জলাভূমি হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এটি একটি রামসার সাইট। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত, সুন্দরবনগুলি ভারত ও বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর ব-দ্বীপে শত শত দ্বীপ এবং নদী, ছোট নদী ও খাঁড়ির একটি গোলকধাঁধা।

পাটলাখাওয়া রাসোমতি

- এটি কোচবিহার জেলায় অবস্থিত এবং 2008 সালে জলাভূমি চিহ্নিত করা হয়। এই জলাভূমিটি তোর্সা নদীর তীরে অবস্থিত।

পশ্চিমবঙ্গে জলপ্রপাত

- পশ্চিমবঙ্গের জলপ্রপাত উচ্চ পর্বতমালার উপস্থিতির কারণে উত্তর অংশে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের জলপ্রপাতগুলি প্রায় এক বছর ধরে ভারতের সমস্ত অঞ্চল এবং বিদেশের প্রচুর সংখ্যক পর্যটকদের আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু বিখ্যাত জলপ্রপাত নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে:

চাঞ্জে জলপ্রপাত

- এই জলপ্রপাতটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে কালিম্পং থেকে 34 কিলোমিটার দূরে এবং সিকিমের সীমান্তের খুব কাছে অবস্থিত। এটি দার্জিলিঙের লাভালে অবস্থিত এবং এই জায়গার প্রাকৃতিক প্রান্তরে একটি ভাল পিকনিক স্পট আছে।

হুইসেল খোলা

- এটি দার্জিলিঙের কাশিয়াং-এ অবস্থিত। এই জলপ্রপাতটি পর্যটকদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত স্থান, এবং এটি একটি পিকনিক স্পট হিসাবে বিবেচিত হয়। জলপ্রপাতটির নাম দেওয়া হয়েছিল হুইসেল খোলা কারণ টয় ট্রেন এই জলপ্রপাতের সামনের দিক দিয়ে যায় এবং এই স্থানে একটি জোরে হুইসেল বাজায়।

Notes on

পশ্চিমবঙ্গের নদনদী

